ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার"
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: যাত্রী পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বাস পরিবহন ব্যবসা খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিবিএস ২০২৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস পরিবহন ব্যবসা খাত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে গণপরিবহন ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। সড়কে চলাচলকারী বাসের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসের হার ৯৮.৪ শতাংশ। যাত্রীদের প্রায় ৬০.২ শতাংশ বাসে যাতায়াত করে। তাই জনগুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহন খাতটির নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা–জনগণের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা। যার প্রতিফলন দেখা যায় ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়কের দাবিতে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানে কোম্পানি/সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবহন খাতকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)–তেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এতকিছুর পরও গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের গণপরিবহনে বাড়তি ভাড়া আদায়, বাসযাত্রী ও শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় ঘাটতি, যত্রতত্র স্টপেজ ও পার্কিং, চাঁদাবাজি, যৌন হয়রানি, যাত্রী ও শ্রমিকদের জন্য অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক কারণেই দেশের অর্থনীতি ও জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় বেসরকারি খাত নিয়ে টিআইবির অব্যাহত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো–ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ব্যবসা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আইনের প্রতিপালন পর্যালোচনা; এ ব্যবসায় শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ, এ খাতের নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণায় পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য ৩২ টি জেলায় বাস কর্মী/শ্রমিক, বাস মালিক, বাস যাত্রীর ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া একটি কাঠামোবদ্ধ চেকলিস্টের মাধ্যমে ৩২টি জেলার ৫১ বাস টার্মিনাল পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতের ৩৭ জন মুখ্য তথ্যদাতার (বিআরটিএ, আরজেএসসি, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং যাত্রী ও কর্মী/শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওর প্রতিনিধি, গবেষক/বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: ২০২৩ সালের মে থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্ন ৫: গবেষণার পরিধি কতটুকু?

উত্তর: গবেষণায় শুধুমাত্র বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিআরটিসির বাস পরিবহন ব্যবসা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা বলতে, নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি/মালিক সমিতি পরিচালিত বাস ও মিনিবাসে যাত্রী পরিবহন ব্যবসাকে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তঃজেলা-দূরপাল্লা, আন্তঃজেলা-আঞ্চলিক ও সিটি সার্ভিস (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার অর্থাৎ ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট আইনি বিধানের প্রতিপালন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ/সহমর্মীতা প্রদর্শনে অংশীজনের দৃঢ় অঙ্গীকার ও তার বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না, তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে পরিমাণগত গবেষণার বিভিন্ন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই ও বাছাই করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণায় সড়ক পরিবহন খাতের সংশ্লিষ্ট আইন, বাসের নিবন্ধন ও সনদ, কর্মী নিয়োগ, কর্মঘন্টা ও আচরণবিধি, বাসচালক ও কন্ডাক্টরদের প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স, কর্মীদের বেতন কাঠামো, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ, যাত্রীসেবা পর্যালোচনাসহ এ খাতের শুদ্ধাচার নিশ্চিতে নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (যেমন– ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ, শ্রমিক সংগঠন, বাসমালিক সংগঠন) বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ ও মন্তব্য কী কী?

উত্তর: গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন খাত কতিপয় কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত–ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় প্রভাব বিস্তার ও অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। মালিক সংগঠনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা মালিক ও শ্রমিক সংগঠনে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার পাশাপাশি নীতি করায়ত্ব করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। পর্যবেক্ষণে আরো দেখা গেছে, ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাস কোম্পানির পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে– সংশ্লিষ্ট আইন প্রতিপালন, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি, কর্মী/শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান, সংগৃহীত তহবিলের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যাত্রীদের মানসম্মত সেবাদান, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি। এছাড়া শ্রমিক সংগঠনসমূহ বাস কর্মী/শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আশানুরূপ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ বলছে একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। সড়ক সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ এবং সড়ক পরিবহন খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে–সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ যানবাহনের বিমা ঐচ্ছিক রাখা, যাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সুস্পষ্ট বিধান না রাখা এবং পরিবহন মালিক, নেতা, কর্মী/শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়নের বিধান না রাখা এবং দুর্ঘটনায় দায়ী কর্মী/শ্রমিকদের শাস্তি নিশ্চিত না করা অন্যতম। গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র ঘাটতি বিদ্যমান। তাছাড়া সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ব্যর্থতা লক্ষণীয়, তারা সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঘুষ, টোকেন বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে, এ গবেষণা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং মালিকসহ সংশ্লিষ্টজনদের ভূমিকা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাত সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি-সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****